গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
এফএ অ্যান্ড এমআইএস উইং (উন্নয়ন শাখা)
পরিসংখ্যান ভবন
ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.bbs.gov.bd

নং ৫২.০২.০০০০.২০৩.০৬.০২০.০৬ (প্রশা-৬) - ৪৭০ তাং ২১/০৪/১৪২৬ বঃ / ০৫/০৮/২০১৯ খ্রী.

বিষয়: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর জুন ও জুলাই, ২০১৯ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভার তারিখ	:	০৯-০৭-২০১৯ খ্রি.
সভার সময়	:	সকাল ১০:৩০ টা
সভার স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
সভার সভাপতি	:	ড. কৃষ্ণা গায়েন, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বিবিএস
সভার উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট - 'ক'

০২। উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভার শুরুতে সভাপতি সদ্য সমাপ্ত কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি ২০১৯ এর মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করায় বিবিএস এর সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাকে অবহিত করা হয় যে, জুন, ২০১৯ মাসে পবিত্র ঈদুল ফিতরের ছুটি এবং ছুটি শেষে ৯-২০ জুন, ২০১৯ তারিখে মাঠ পর্যায়ে কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি ২০১৯ এর তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান থাকায় জুন, ২০১৯ মাসে অনুষ্ঠিতব্য মাসিক সমন্বয় সভাটি করা সম্ভব হয়নি। ফলে, জুন ও জুলাই, ২০১৯ মাসের সমন্বয় সভা একসাথে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

০৩। সভায় পরিচালক (নন-ক্যাডার), যুগ্মপরিচালক (ক্যাডার ও নন-ক্যাডার) এবং পরিসংখ্যান কর্মকর্তা (ক্যাডার) পদে সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ফুলের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।

০৪। সভাপতির সম্মতিক্রমে এফএ অ্যান্ড এমআইএস উইং এর উন্নয়ন শাখার পরিসংখ্যান কর্মকর্তা জনাব মো: আজগর আলী বিগত সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করেন। কোন আপত্তি না থাকায় সভার কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়

০৫। অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্র: নং	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
(০১)	অনিষ্পন্ন বিষয়	(ক) মে-জুন, ২০১৯ পর্যন্ত মোট পত্র প্রাপ্তির সংখ্যা ৬৮৮টি, তন্মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ৬৫৫টি এবং অনিষ্পন্ন রয়েছে ৩৩টি।	(ক) অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	পরিচালক (সকল)
		(খ) উপমহাপরিচালক বলেন, এ বিষয়ে উইং ভিত্তিক পর্যালোচনার দরকার। এগ্রিকালচার উইং এর অনিষ্পন্ন বিষয়টি মৃত জনাব আজিজুর রহমান, জেএসএ এর পেনশনজনিত কারণে উদ্ভুত হয়েছে। পেনশনপ্রাপ্তি নিষ্পত্তির জন্য উত্তরাধিকার সনাক্তকরণ জরুরী। এফএ অ্যাড এমআইএস উইং এর আইন শাখা হতে উত্তরাধিকার সনাক্তকরণ সম্পন্ন হলে বিষয়টি নিষ্পত্তি হবে।	(খ) এফএ এন্ড এমআইএস উইং এর আইন শাখা বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তি করে এগ্রিকালচার উইং-কে অবহিত করবেন।	পরিচালক, এগ্রিকালচার উইং
(০২)	ডাটা সেন্টার এর নিরাপত্তা, কম্পিউটার মেইনটেন্যান্স ও এসি সংক্রান্ত	ডাটা সেন্টারে অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনা রোধসহ ডাটা সেন্টার ঝুঁকিমুক্ত ও নিরাপদ রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। পরিচালক, কম্পিউটার উইং সভায় জানান অনলাইন প্রিসিসন এসির installation কাজ এখনও পুরোপুরি সম্পন্ন হয়নি। তিনটি ল্যাবের মধ্যে দুটি ল্যাবে এসি লাগানো হয়েছে, অন্যটি লাগানোর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ডিডিও, বিবিএস জানান, ১০টি নতুন এসি লাগানো হয়েছে।	ডাটা সেন্টার এর নিয়মিত তদারকিসহ কম্পিউটার সরঞ্জামাদির মেইনটেন্যান্স ও মেরামত কাজে সচেষ্ট হতে হবে।	পরিচালক, কম্পিউটার উইং ও পরিচালক (অর্থ), এফএ অ্যান্ড এমআইএস

ক্র: নং	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		সভাপতি বলেন, কম্পিউটার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি মেইনটেন্যান্স ও তদারকির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্রিয় হতে হবে। কোন যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি নষ্ট হলে দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা নিতে হবে। সার্ভিসিং ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে বিবিএস এর সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল পার্সনদের সম্পৃক্ত করতে হবে। প্রয়োজনে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে।		উইং
(০৩)	উইংসমূহের নিয়মিত কার্যাবলী ও সুনির্দিষ্ট সমস্যাদি	(ক) পেনশন সংক্রান্ত: পরিচালক (প্রশাসন) সভায় জানান, এফএ অ্যান্ড এমআইএস উইং-এ পেনশন সংক্রান্ত সভা করা হয়েছে। বিনিক শাখা এ কাজটা করে থাকে, কিন্তু এ মূহূর্তে বিনিক শাখায় উপপরিচালক নেই। কম্পিউটারে দক্ষতাসম্পন্ন কোন লোক নেই। বিভিন্ন উইং থেকে আবেদন পত্র আসা শুরু হয়েছে। বর্তমানে সরকার কর্তৃক অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশন নীতিমালায় পরিবর্তন আসায় কাজের পরিধি বেড়েছে এবং বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হচ্ছে। সেগুলো সমাধানের চেষ্টা চলছে।	(ক) পিআরএল-এ গমনকৃত জনবলের ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে এবং পেনশন কেসসমূহ বিধি অনুযায়ী দ্রুত নিস্পত্তি করতে হবে। ডাটাবেজ তৈরিতে কম্পিউটারে দক্ষ ব্যক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। প্রয়োজনে অন্য উইং হতে পদায়ন করতে হবে।	পরিচালক (প্রশাসন), এফএ অ্যান্ড এমআইএস উইং
		(খ) এসি লাগানো ও গ্লাস ভাঙ্গা সংক্রান্ত: পরিচালক (প্রশাসন) সরেজমিন বিবিএস এর প্রধান স্থাপনা পরিদর্শনে স্থাপনার বিভিন্ন পয়েন্টে এসি লাগানোর ফলে গ্লাস ভাঙ্গার কারণ সভায় তুলে ধরেন। তিনি জানান, একটা-দু'টা গ্লাস যেকোন কারণে বা অসতর্কতার কারণে ভেঙ্গে যেতে পারে, কিন্তু সবগুলো গ্লাস ভেঙ্গে যাবে এটা হতে পারে না। আনাড়ি হাতে গ্লাস লাগনোর ফলে ইমব্যালান্স হওয়ায় সেখানে ফাটল তৈরি হয়েছে। সভাপতি এফএ অ্যান্ড এমআইএস উইং-কে অবহিত না করে অপরিকল্পিতভাবে বিবিএস এর স্থাপনার যে কোন ধরণের মেরামত/পরিবর্তন/সংস্কারের প্রবণতা পরিহার করার এবং সার্বিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন।	(খ) এসি/গ্লাস সংযোজন ও স্থাপনার যেকোন মেরামত করতে হলে এফএ অ্যান্ড এমআইএস উইং-কে অবহিত করতে হবে। এফএ অ্যাড এমআইএস উইং-কে অবহিত না করে বিনা অনুমতিতে স্থাপনায় হাত দেওয়া যাবে না। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এসি/গ্লাস সংযোজন ব্যয় ও মেরামত প্রকল্প কর্তৃক বহন করতে হবে।	পরিচালক, (প্রশাসন/অর্থ) এফএ অ্যান্ড এমআইএস উইং
		(গ) Bandwidth সংক্রান্ত: পরিচালক, কম্পিউটার উইং জানান, Bandwidth সংক্রান্ত বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় অনেক কাজ সম্পাদিত হয়েছে। সর্বশেষ অপটিক্যাল ডাটা আর্কাইভ প্রকল্পের কাজ শেষ হলেও ডকুমেন্টগুলো এখনও প্রকল্প থেকে উইং-এ জমা হয়নি। প্রকল্পের আওতায় কি ক্রয় করা হয়েছে তার ডকুমেন্টগুলো কম্পিউটার উইং-এ Exclusively থাকার কথা। প্রকল্পের মালামাল বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য পিডিকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। এখনও বুঝে পাওয়া যায়নি। ভেন্ডরের মাধ্যমে সিকিউরিটি পাওর্য়াড সংগ্রহ করতে হয়, এজন্য অনেক সমস্যা হচ্ছে। বুয়েটের মাধ্যমে চলমান Bandwidth Assessment এর Quality Assurance এর জন্য সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতার	(গ) সমাপ্ত প্রকল্পের মালামাল ও ডকুমেন্টস বুঝিয়ে দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে চিঠি দিতে হবে। এক মাসের মধ্যে Bandwidth সংক্রান্ত যাবতীয় সম্যস্যা সমাধান করতে হবে।	পরিচালক (অর্থ), এফএ অ্যান্ড এমআইএস উইং ও পরিচালক, কম্পিউটার উইং

ক্র: নং	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		অনুরোধ জানান। সভায় জুন ২০১৮ হতে জুন ২০১৯ সময়ের মধ্যে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের মালামাল সংশ্লিষ্টদের নিকট বুঝিয়ে দেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়।		
		ঘ) ভবনে সোলার প্যানেলে বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত: উপমহাপরিচালক জানান, বিদ্যুৎ বিভাগ হতে এসআইডি-তে প্রেরিত পত্রে উক্ত প্যানেল কর্তৃক কি পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা নির্ণয় করে উক্ত বিভাগকে অবহিত করতে বলা হয়েছে। প্রতি মাসে এ ব্যাপারে রিপোর্ট করা হতো। কিন্তু ২০১৭ সালের পর থেকে রিপোর্টিং বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি আরও জানান, ভবনের ছাদে সোলার প্যানেল স্থাপনের ফলে উন্মুক্ত স্থান না থাকার কারণে ভবনে অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনা যেমন: অগ্নিকান্ড ঘটলে উপরের লোকবল নিরাপত্তার জন্য ছাদের উপরে সাহায্যের জন্য গেলে সেখান থেকে তাদের উদ্ধারের কোন পথ খুঁজে পাওয়া যাবেনা। সে বিষয়টাও ভেবে দেখা দরকার।	ঘ) সৌর বিদ্যুৎ বা পাওয়ার সাপ্লাই সংক্রান্ত ব্যাপারে ইলেকট্রিক্যাল ইন্জিনিয়ার জনাব মো: কারামত আলী, কম্পিউটার উইং-কে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটি পরবর্তীতে পৃথক সভা করে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ প্রদান করবেন।	পরিচালক, (প্রশাসন) এফএ অ্যান্ড এমআইএস উইং ও পরিচালক, কম্পিউটার উইং
(০৪)	কোর্টে চলমান মামলা ও জনবল নিয়োগ সম্পর্কিত	সিপিও জানান, সিভিল পিটিশন মামলা নং-২৩০২/২০১৩ এর ১২/০৭/২০১৬ তারিখের আদেশ মোতাবেক পিটিশনার জনাব মো: মজিবর রহমানকে গত ১১/০৬/১৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিতব্য পুন:শুনানীতে অংশগ্রহণের জন্য চিঠি দেয়া হয়েছিল। তিনি পুন:শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন নাই।	বিদ্যমান মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	পরিচালক (অর্থ), এফএ অ্যান্ড এমআইএস উইং ও সিপিও
(০৫)	বিবিএস এর অর্গানোগ্রাম প্রণয়ন	সভাপতি জানান, নিয়োগ বিধিমালা ২০১৯ হওয়ায় বিবিএস-এ পদোন্নতির পথ সুগম হয়েছে। ক্যাডার ও নন-ক্যাডার নির্বিশেষে তর্ক-বিতর্ক না করে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে পুনর্গঠিত অর্গানোগ্রাম জরুরীভিত্তিতে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রেরণ করা আবশ্যক।	দ্রুত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অর্গানোগ্রাম জরুরীভিত্তিতে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	পরিচালক (প্রশাসন), এফএ অ্যান্ড এমআইএস উইং
(০৬)	বিভাগ ও জেলা কার্যালয়ের নিজস্ব ভবন ও প্রশিক্ষণ অ্যাকাডেমি স্থাপন	উপমহাপরিচালক সভায় বলেন, বিভাগ ও জেলা কার্যালয়ের নিজস্ব ভবন ও প্রশিক্ষণ অ্যাকাডেমি স্থাপন বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই করে একটি প্রকল্প নেওয়া দরকার এবং একজন ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করা প্রয়োজন।	বিভাগ ও জেলা কার্যালয়ের নিজস্ব ভবন ও প্রশিক্ষণ অ্যাকাডেমি স্থাপনের জন্য ফোঁকাল পয়েন্ট নিয়োগ করতে হবে।	পরিচালক (প্রশাসন), এফএ অ্যান্ড এমআইএস উইং
(০৭)	উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা	পরিচালক, এসএসটিআই জানান, innovation team উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শুরু করেছে। এ জন্য বাজেট প্রয়োজন এবং সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ও কর্মপরিকল্পনা সম্পূর্ণ আলাদা বিধায় আলাদা বাজেট ও প্রশিক্ষণ আবশ্যক। বর্তমানে এপিএ ও শুদ্ধাচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন উইং/প্রকল্পে প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়নের জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে।	দ্রুত উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চলমান রাখতে হবে। প্রয়োজনীয় বাজেটের সংস্থান রাখতে হবে।	পরিচালক, (এসএসটিআই) ও ইনোভেশন টিম প্রধান, বিবিএস

ক্র: নং	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
(০৮)	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত	সভাপতি বলেন, মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক assigned রুটিন মাফিক কাজ হিসেবে না দেখে এ কার্যক্রমটি সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মর্মে যত্নবান হওয়া উচিত। উপমহাপরিচালক জানান, চলমান কৃষি শুমারির কাজে মাঠ পর্যায়ের সকল স্তরের কর্মচারি নিয়োজিত থাকায় শুদ্ধাচার বিষয়ে পুরস্কার দেওয়া সম্ভব হয়নি।	বিভাগ ও জেলা/উপজেলা পর্যায়ের অফিসসমূহে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা পালন করতে হবে।	যুগ্মপরিচালক, বিভাগীয় পরিসংখ্যান কার্যালয় (সকল)
(০৯)	ই-ফাইলিং কার্যক্রম, ইন্টার নেট ব্যবস্থা, ওয়েব পোর্টাল	বর্তমানে ই-ফাইলিং কার্যক্রমে বিবিএস এর অবস্থান ৪৯তম। বিবিএস এর ওয়েব পোর্টালে ছবি ও অন্যান্য বিষয় আপডেট আছে কিনা এ ব্যাপারে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। পূর্বে প্রকাশিত অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টসমূহ বিবিএস এর ওয়েবসাইটে নেই। যেমন: HIES এর মতো একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনার পর্যায়ক্রমিক রিপোর্ট ওয়েবসাইটে নেই। এভাবে বিবিএস এর অপরাপর নিয়মিত অনেক প্রকাশনার রিপোর্টও সেখানে নেই। এটা বড় উদ্বেগ এর বিষয়। সভাপতি ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং উইং এর দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালকদ্বয়-কে HIES এর পুরাতন রিপোর্ট সংগ্রহের পরামর্শ দেন। লাইব্রেরীতে পরিসংখ্যান বিষয়ক পর্যাপ্ত বই ও প্রকাশনা নেই।	ক) ই-ফাইলিং কার্যক্রমে বিবিএস এর অবস্থান আরো উন্নত করতে হবে এবং ওয়েব পোর্টাল সব সময় আপডেট রাখতে হবে। খ) সাত দিনের মধ্যে HIES এর পুরাতন রিপোর্টসমূহের সফট কপি সংগ্রহ করে কম্পিউটার উইং-কে প্রদান করতে হবে। একইসাথে হার্ড কপি সংরক্ষণ করতে হবে। ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং উইং এর পরিচালকদ্বয় database গুলো ১৫ দিনের মধ্যে প্রস্তুত করবেন এবং formally কম্পিউটার উইং-কে সরবরাহ করবেন। গ) বিবিএস এর সকল রিপোর্টসমূহ ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে। প্রকল্প ও কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানের তথ্য সম্বলিত ছবি ও প্রতিবেদন সংগ্রহের নিমিত্ত সকল উইং এবং প্রকল্প পরিচালকগণকে চিঠি দিতে হবে। ঘ) লাইব্রেরীয়ানকে বিবিএস এর লাইব্রেরির দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে সচেষ্ট হতে হবে, তাকে এফএ অ্যাড এমআইএস উইং এর অন্য কোন কাজে লাগানো যাবে না। পরবর্তী সমন্বয় সভাগুলোতে লাইব্রেরীয়ান-কে উপস্থিত থাকতে হবে।	পরিচালক (সকল), সিনিয়র প্রোগ্রামার, কম্পিউটার উইং লাইব্রেরীয়ান
(১০)	বিভাগীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়	উপমহাপরিচালক সভায় জানান, ফসলের estimate মাঠে ফসল থাকাকালীন অবস্থায় সঠিকভাবে করা হয় না বলে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। মাঠ পর্যায়ে যেভাবে visit বা মনিটর করা দরকার সেভাবে করা হয় না। এগ্রিকালচার উইং থেকে এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। এটা ঠিক না। সভাপতি মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে যে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয় তা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে যথাযথভাবে ব্যয় করার পরামর্শ দেন। মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সঠিকভাবে মনিটরিং এর উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে এ বিষয়ে যথাযথ দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জানান।	ক) মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ফসলের estimate সঠিকসময়ে ও সঠিকভাবে করতে হবে। এগ্রিকালচার উইং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন। খ) ফিল্ডে মনিটরিং বাড়াতে হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে। গ) Crop Cutting এর সময় DAE এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। যে কোন ফসলের জমির হিসাব সরেজমিনে পরিদর্শন করে লিখতে হবে।	পরিচালক, এগ্রিকালচার উইং ও বিভাগীয় যুগ্মপরিচালকগণ

ক্র: নং	আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		যুগ্মপরিচালক, রংপুর বিভাগীয় পরিসংখ্যান কার্যালয় কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি ২০১৯ সফলভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা ও কর্ম পরিকল্পনা যথাসময়ে মাঠ পর্যায়ের অফিসে পৌছানোর ফলে কাজে উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, সিটিজেন চার্টারের যে নতুন ফরম্যাট দেওয়া হয়েছে ঐ আদলে তৈরি করে জেলা পর্যায়ে তা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, এর জন্য কাজ চলছে। Crop cutting এর ব্যাপারে বিবিএস এর observation সঠিক উল্লেখ করে তিনি এ বিষয়ে বিবিএস ও ডিএই এর সমন্বিতভাবে কার্যসম্পাদনের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব তুলে ধরেন। যুগ্মপরিচালক, রাজশাহী বিভাগীয় পরিসংখ্যান কার্যালয় জানান, আউশ ফসলের হিসেব নিয়ে DAE এর সাথে কিছু মতানৈক্য হয়েছে। গত বছর তানোর উপজেলায় বিবিএস আউশ এর estimate দিয়েছিল ৫০০০ একর অন্যপক্ষে DAE দিয়েছিল ১২০০০ একর। পরে হেড অফিস থেকে বিভিন্নভাবে তদন্ত করেছে। এ বছর আবার ঐ একই বিষয়ে বিবিএস এর ৭০০০ একর অন্যদিকে DAE এর ১৫০০০ একর। DAE বার বার চাপ দিচ্ছে। সম্প্রতি সাত জনের একটি টিম গঠন করা হয়েছে। তিনি জানান, উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে সরেজমিন পরিদর্শন করে তিন দিনের মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করা হবে। যুগ্মপরিচালক, চট্টগ্রাম বিভাগীয় পরিসংখ্যান কার্যালয় জানান, NSDS এর আওতায় কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ভাল হয়েছে। কৃষি শুমারি প্রকল্প হতে গাড়ীর জ্বালানীর টাকা এখনও পাওয়া যায়নি উল্লেখপূর্বক অফিসের নিরাপত্তার জন্য সিসি ক্যামেরা লাগানোর জন্য বাজেট বরাদ্দের অনুরোধ জানান।	ঘ) বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতি তিন মাসে একটি করে সমন্বয় সভা করতে হবে।	
(১১)	বিবিধ	সভায় আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা গত অর্থ বছরের বাজেট বাস্তবায়নের বিষয়ে সকলকে অবহিত করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রধান কার্যালয়ের মোট বরাদ্দ ৬২৭৪.০০ (বাষট্টি কোটি চুয়াত্তর) লক্ষ টাকা। এর মধ্যে বেতন-ভাতাদি খাতে ৪৫১১.০০ (পঁয়তাল্লিশ কোটি এগার) লক্ষ টাকা এবং অফিস পরিচালন খাতে ১৭৬৩.০০ (সতের কোটি তেষট্টি) লক্ষ টাকা। বেতন ভাতাদি খাতে ৮৬.৩১% টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অফিস পরিচালন খাতে ৭২.৬২% টাকা ব্যয় হয়েছে। আউটসোর্সিং খাতে ব্যয়ের পরিমাণ কম হওয়ায় এবং গাড়ি ক্রয় খাতে ব্যয় না হওয়ায় ব্যয়ের হার কম হয়েছে। অন্যান্য খাতগুলোতে প্রায় ৯০% হারে ব্যয় হয়েছে। অন্যান্য অর্থবছরের তুলনায় এ অর্থবছরে ব্যয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।	চলমান অর্থবছরে ব্যয়ের খাতগুলো সুনির্দিষ্ট করে শতভাগ সফলতা অর্জন করতে হবে।	পরিচালক, (সকল)

০৬। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ড. কৃষ্ণা গায়েন
মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
ফোন: ৫৫০০৭০৫৬
Email: dg@bbs.gov.bd